দৈনিক সংবাদ

7

তারিখ 28 MAY 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

জাতীয় স্বার্থে কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে

স্বাধীনতার পূর্বে ১৭টি জেলার ১৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ছিল। স্বাধীনতার পর ২৫/২৬ বছরে মাত্র ২টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হয়েছে। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ৩৫০টির অধিক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে। পাকিস্তানে ১৯৭১-এর পূর্বে ১৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ছিল, বর্তমানে পাকিস্তানে প্রায় ৭০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে। তাই এদেশের জনসংখ্যার সাথে ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভাগ করলে দেখা যাবে ৬০/৭০ লাখ মানুষের জন্য একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে। ৬০/৭০ লাখ মানুষ পৃথিবীর শতাধিক দেশেও নেই বললেই চলে। তাছাড়া পাকিস্তান আমলের ১টি টেক্সটাইল কলেজ, ১টি গ্লাস এন্ড সিরামিক ইনস্টিটিউট, ১টি গ্রাফিক আর্ট ইনস্টিটিউট ও ১টি লেদার কলেজ ছিল, যার সংখ্যা আমরা বাড়াতে পারিনি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারিত না হয়ে নিচের দিকে চলছে। যা জাতির জন্য ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু নয়। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিতের হার ১%-এরও কম, যা এ জাতির জন্য দুঃখজনক। উল্লেখ্য, দারিদ্র পরিস্থিতিতে যারা স্বদেশে কাতারে ছিল, তারা কারিগরি শিক্ষার প্রতি যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষানীতি গ্রহণ করে তাদের সম্পদ উন্নয়ন করে আমাদের বহু পেছনে রেখে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া। তাই কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারকল্পে দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকলে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ১১টি টিটিসি, ১১টি কৃষি, ৩৩টি বস্ত্র, ১৬টি বাণিজ্যিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের হাতে ন্যস্ত করা প্রয়োজন। দেশের সকল মাধ্যমিক ও বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রাথমিক ধ্যান-ধারণা প্রদানসহ কর্মসূচি শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। দ্রুত গতিতে কারিগরি শিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়ন কল্পে কারিগরি অধিদপ্তরাধীন সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় শিফট চালু করা উচিত। মূলত সরকারের উচিত প্রাথমিক শিক্ষার পরই কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ করা, এর বিকল্প নেই।

মোঃ আমজাদ হোসেন
গ্রাম ঃ কুমারভোগ, পোঃ কুমারভোগ
লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।